রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৪, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৯ মার্চ, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৬৭-আইন/২০২৩।—সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) ''**কমিশন**'' অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

(খ) **"জিপিএ"** অর্থ Grade Point Average (GPA);

(গ) ''**তফসিল**'' অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(ঘ) ''**নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ**'' অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(ঙ) ''**পদ**'' অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ;

(চ) ''**প্রয়োজনীয় যোগ্যতা**'' অর্থ সংশ্লিষ্ট পদের জন্য তফসিলে উল্লিখিত যোগ্যতা;

মূল্য : টাকা ১২.০০

(ছ) "**বিভাগীয় প্রার্থী**" অর্থ এইরূপ কোনো কর্মচারী যিনি একই ধরনের এবং একই প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত রহিয়াছেন এবং বিজ্ঞাপনকৃত পদে পদোন্নতি বা সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য, তবে তাহার সরকারি চাকরিতে প্রথম নিয়োগের বয়স সময়সীমা সরাসরি নিয়োগের জন্য নির্ধারণকৃত বয়সসীমার মধ্যে থাকিতে হইবে;

(জ) ''**শিক্ষানবিশ**" অর্থ কোনো পদে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(ঝ) **"সিজিপিএ"** অর্থ Cumulative Grade Point Average (CGPA); এবং

(ঞ) ''**স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়**'' বা ''**স্বীকৃত বোর্ড**'' অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি**।—(১) তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, কোনো শূন্য পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা যাইবে, যথা :—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করা হইবে না, যদি না তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকে, এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

৪। **সরাসরি নিয়োগ**।—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোনো পদে কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি বা নির্বাচন কমিটি মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করিবে, তবে ২০তম গ্রেডের কোনো পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা বা না করা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোনো ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন বা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; এবং

(খ) এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৫) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না, যদি—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করিয়া থাকেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপে নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা যায় না যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৬) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করিয়া থাকেন; এবং

(খ) সরকারি চাকরি কিংবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালীন স্বীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করিয়া থাকেন।

(৭) সরকারি চাকরি বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আবেদন করিয়া নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে উক্ত নিয়োগ নব নিয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহার পূর্ণ চাকরিকাল শুধু পেনশন ও বেতন সংরক্ষণের জন্য গণনাযোগ্য হইবে এবং জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধাদির জন্য উক্ত কর্মকাল গণনাযোগ্য হইবে না।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।**—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত বাছাই বা নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ১৩-১৬ গ্রেডের কোনো পদ হইতে ১০-১২ গ্রেডের কোনো পদে এবং ১০-১২ গ্রেডের কোনো পদ হইতে ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কোনো পদে কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিকে পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকরি বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৩) অস্থায়ী কোনো পদে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালার বিধান অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে, তবে উক্ত পদোন্নতি অস্থায়ী হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পদ স্থায়ী হইলে উক্ত পদোন্নতি স্থায়ী হইবে।

৬। **শিক্ষানবিশি।**—(১) কোনো স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশ স্তরে —

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোনো শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ বৃদ্ধি করিতে পারিবে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল, সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদে কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ বা কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে, উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবে এবং স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকরিতে স্থায়ী হইবেন; এবং

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না, সরকারি আদেশবলে, সময় সময়, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল কর্মচারীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সকল কর্মচারীকে তফসিলে বর্ণিত পদের শিক্ষানবিশকাল শেষ হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে বর্ণিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৫) অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হিসাবে গণ্য হইবেন, তবে অস্থায়ী পদ যে তারিখে স্থায়ী হইবে সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির চাকরি স্থায়ী হইবে।

৭। বিশেষ বিধান।— তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনে কোনো ভগ্নাংশ দেখা দিলে উভয় কোটায় ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত হইবে।

৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) কর্মকর্তা ও কর্মচারী (বিস্ফোরক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৪, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) নিয়োগকৃত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই বিধিমালার অধীন নিয়োগকৃত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;

(খ) গৃহীত বা কৃত কার্যক্রম এই বিধিমালার অধীন গৃহীত বা কৃত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(গ) গৃহীত কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উক্ত কার্যক্রম এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল-১

[(বিধি ২(গ) দ্রষ্টব্য)]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক পদে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের চাকরিসহ মোট ১৫ (পনেরো) বৎসর। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে:** সমপদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে।
২।	উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে	বিস্ফোরক পরিদর্শক পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি।
৩।	বিস্ফোরক পরিদর্শক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে	সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক পদে অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের চাকরি।
৪।	সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	৩০ বৎসর	(ক) শতকরা ২০ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৮০ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ কারিগরি কর্মকর্তা পদে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের চাকরি অথবা কারিগরি সহকারী পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে— (ক) রসায়ন বা ফলিত রসায়নশাস্ত্রে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; বা (খ) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৫।	সহকারী প্রোগ্রামার	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
৬।	কারিগরি কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** কারিগরি সহকারী পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে— (ক) রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; অথবা (খ) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
৭।	ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল সুপারভাইজার	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
৮।	তত্ত্বাবধায়ক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে	(ক) হিসাবরক্ষক, সাঁটলিপিকার/ ব্যক্তিগত সহকারী বা সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা উচ্চমান সহকারী অন্যূন পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।
৯।	কারিগরি সহকারী	৩০ বৎসর	(ক) শতকরা ৪০ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৬০ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** পরীক্ষাগার সহকারী পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নশাস্ত্রসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১০।	হিসাবরক্ষক	৩০ বৎসর	(ক) শতকরা ৫০ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৫০ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** হিসাব সহকারী তথা কোষাধ্যক্ষ পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
১১।	কম্পিউটার অপারেটর	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
১২।	সাঁটলিপিকার/ব্যক্তিগত সহকারী	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ ও ৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৩।	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
১৪।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
১৫।	হিসাব সহকারী তথা কোষাধ্যক্ষ	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৬।	উচ্চমান সহকারী	মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
১৭।	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
১৮।	গাড়িচালক	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) হালকা বা ভারী যানবাহন চালনায় বৈধ লাইসেন্সধারী।
১৯।	অফিস সহকারী-কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
২০।	পরীক্ষাগার সহকারী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞান বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উর্ত্তীণ; এবং (খ) কম্পিউটারে MS Office-এ কাজ করিবার দক্ষতা।
২১।	অফিস সহায়ক	মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
২২।	পরীক্ষাগার সহগামী	অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮" অনুযায়ী।		
২৩।	নিরাপত্তা প্রহরী	অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮" অনুযায়ী।		

তফসিল-২

[তফসিল-১ এর ক্রমিক নং ১২ দ্রষ্টব্য]

সাঁটলিপিকার/ব্যক্তিগত সহকারী পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের পরীক্ষার নাম, বিষয়, নম্বর, ইত্যাদি

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার বিষয়	বিষয়ভিত্তিক নম্বর	সর্বনিম্ন পাস নম্বর	সময়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
লিখিত পরীক্ষা	১। বাংলা	২০	৫০%	৯০ মিনিট
	২। ইংরেজি	২০		
	৩। গণিত	১৫		
	৪। সাধারণ জ্ঞান	১৫		
	মোট নম্বর	৭০		
মৌখিক পরীক্ষা		৩০	-	-
সর্বমোট নম্বর		১০০	-	

ব্যাখ্যা।— নিম্নবর্ণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন, যথা:—

(ক) লিখিত পরীক্ষা; এবং

(খ) সাঁটলিপিকার/ব্যক্তিগত সহকারী পদের জন্য তফসিল-৩ এ উল্লিখিত পরীক্ষা।

তফসিল-৩

[তফসিল-১ এর ক্রমিক নং ১২ দ্রষ্টব্য]

সাঁটলিপিকার/ব্যক্তিগত সহকারী পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষার বিষয়, গতি, নম্বর, ইত্যাদি

পদের নাম	পরীক্ষার বিষয়	ইংরেজিতে সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	বাংলায় সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	ইংরেজি পরীক্ষায় মোট নম্বর	বাংলা পরীক্ষায় মোট নম্বর	প্রতি বিষয়ে সর্বনিম্ন পাস নম্বর	গড় পাস নম্বর	ইংরেজি পরীক্ষার সময়	বাংলা পরীক্ষার সময়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
সাঁটলিপিকার/ ব্যক্তিগত সহকারী	সাঁটলিপি	৮০ শব্দ	৫০ শব্দ	১০০	১০০	৪০%	৫০%	৫ মিনিট	৫ মিনিট
	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর	৩০ শব্দ	২৫ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট

ব্যাখ্যা।— (১) সাঁটলিপি নোট প্রতিলিপিকরণ (Transcribe) এর জন্য ৩০(ত্রিশ) মিনিট সময় বরাদ্দ থাকিবে।

(২) ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোনো গতি অর্জিত হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে ৫(পাঁচ)টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) সর্বনিম্ন গতিকে পাস নম্বর ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd